কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ার

<u>আপিল পক্ষ</u>

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি মোঃ শব্বর রশিদী

২০১৮ সালের এসএ নং ৫৫

আই.এ. নং: ২০১৭ সালের সি এ এন ২ (পুরানো সংখ্যা: ২০১৭ সালের ২৪৭৫ সি এ এন)

শ্রী সনাতন হাজরা এবং অন্যান্যরা

বনাম

শ্রী শংকর নারায়ণ মাল

আপিলকারীদের জন্যঃ	শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী, আইনজীবী
	শ্রীমতি অঞ্জনা দাস, আইনজীবী
	শ্রী বিক্রমজিৎ মণ্ডল, আইনজীবী
উত্তরদাতার জন্যঃ	শ্রী গোপাল চন্দ্র ঘোষ, আইনজীবী
	শ্রী ভক্তি প্রসাদ দাস, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	সেপ্টেম্বর ০৯,২০২৩
রায়ঃ	**১৮ই অক্টোবর ,২০২৩**

<u>বিচারপতি মো. শব্বর রশিদি-</u>

১. তাৎক্ষণিক আপিল দাখিল করে, আপিলকারী ২৮ আগস্ট, ২০০৬ তারিখের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন), তমলুকের দেওয়া রায় এবং ডিক্রিকে লঙ্ঘন করেছেন

১৩ই মে, ২০০৩ তারিখের রায় এবং ফরমান থেকে উদ্ভূত **২০০৩ সালের শিরোনাম আপিল নং ৩৪-এ ১৯৯৯ সালের শিরোনাম মামলা নং ১৫৭-এ** তমলুকের প্রথম দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র বিভাগ) দ্বারা পাস করা হয়েছে।

২. এটি বাদী/আপিলকারীর মামলা ছিল যে মামলা সম্পত্তিগুলি পতিত পবন হাজরার দখলে ছিল। উক্ত পতিত পবন হাজরা একজন ভূমিহীন ব্যক্তি ছিলেন এবং ১৯৭৫ সালের আগে থেকে মামলা সম্পত্তির দখলে ছিলেন। উক্ত জমিটি, উক্ত পতিত পবন হাজরার দখলে ছিল, যা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং মৎস্যজীবী আইন, ১৯৭৫-এর বিধান অনুসারে রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল।

৩. এই ধরনের ন্যস্তকরণের পরে, ১৯৭৫ সালের উক্ত আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পতিত পবন হাজরার পক্ষে মামলা সম্পত্তির নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। মামলা সম্পত্তির এই ধরনের দখলের সময়, পাতিত পবন হাজরা মারা যান। পতিত পবন হাজরার আইনী উত্তরাধিকারী বাদী/আপিলকারীরা মামলা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞান অনুযায়ী একই অধিকার করেছেন।

৪. ৬৪ দশমিক পরিমাপের আরএস প্লট নং ৩২৩-এর সাথে সম্পর্কিত মামলা সম্পত্তি। এলআর সমঝোতায়, ১৯৭৫ সালের আইনের অধীনে ন্যস্ত করার পরে, প্লট নং ৩২৩-এর উল্লিখিত ৬৪ দশমিকের মধ্যে ৫ দশমিক, এলআর প্লট নং ৩২৩/৩৪৯৪-এর অধীনে পতিত পবন হজরার বৈধ উত্তরাধিকারীদের নামে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। বাকি ৫৯ দশমিক মূল এলআর প্লট নং ৩২৩ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

৫. এটি বাদী/আপিলকারীর আরও মামলা ছিল যে বাদী-এর পূর্বসূরীর স্বার্থে পূর্বোক্ত ৫ দশমিক আবাসিক বাড়ি ছিল। পূর্বসূরীর মৃত্যুর পরে, উক্ত প্লটের উপর 'ছিটেবেরা' নির্মাণটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, যার জন্য বাদী/আপিলকারীরা জমিতে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন যা ক্রয়, উত্তোলন এবং বিনিময়ের ভিত্তিতে তাদের দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এটি আরও বলা হয়েছিল যে, যদিও সম্পত্তির উপর কোনও কাঠামো দাঁড়িয়ে ছিল না তবে বাদী/আপিলকারীরা ফসল চাষ করে প্লটে ১৫ দশমিকের দখলে ছিলেন। এছাড়াও, বাদীদের আবাসিক বাড়ি, ট্যাঙ্ক এবং গাছও ছিল।

৬. এটি বাদী/আপিলকারীদের আরও মামলা ছিল যে মামলা সম্পত্তি মুছে ফেলার জন্য, বিবাদী/বিবাদীরা মামলা সম্পত্তির উপর ইট, বালি ইত্যাদি জড়ো করে রেখেছিল। বাদী/আপিলকারীরা যখন আপত্তি তুলেছিল, তখন বিবাদী/বিবাদীরা ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯-এ মামলা সম্পত্তির উপর বাদীদের মালিকানা অস্বীকার করেছিল। তারা মামলা সম্পত্তির উপর একটি আবাসিক বাড়ি নির্মাণের জন্যও অনুমতি দিয়েছিল যার উপর কোনও পদ্ধতি, অধিকার, মালিকানা এবং সুদ ছিল না।

৭. অন্যদিকে, বিবাদী/বিবাদীরা একটি মামলা দায়ের করেন যে, ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে রেকর্ড অফ রাইটস (CSROR) -এ গোবিন্দ বার এবং অমর বারের নামে ৬৪ দশমিক ৩২৩ প্লট লিপিবদ্ধ ছিল। আরএস ROR -এ, অনুধ্বজ বার এবং অন্যান্যদের নামে আরএস খতিয়ান নং ২১৭ এবং ২১৮ -এর অধীনে উপরোক্ত ৬৪ দশমিক লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আরএস খতিয়ান নং ২১৮ -এ, বাদী/আপিলকারীর পূর্বসূরী পতিত পবন হাজরার নামও অনুমতিপ্রাপ্ত মালিক হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বিবাদী/প্রতিবাদীর যুক্তি ছিল যে, আরএস রেকর্ড অফ রাইটস –এ / পর্চা এই ধরনের ভুল এন্ট্রির নোটিশ পেয়ে, পতিত পবন হাজরা ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে বিবাদী/বিবাদীর পক্ষে একটি 'নদবী' দলিল সম্পাদন করেন।

৮. এটি উত্তরদাতা/বিবাদীর আরও একটি মামলা ছিল যে নকুল বার, আর. এস খাতিয়ান নং ২১৮-এ উল্লিখিত সম্পত্তির অধিকারী থাকাকালীন, তাঁর পূর্ববর্তী কন্যার চার পুত্র ও দুই কন্যা এবং এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে মারা যান। নকুল বারের পূর্বোক্ত উত্তরসূরীরা ১৯৮৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩২৩ নম্বর প্লটে ৭ '৪ দশমিক জমির বিষয়ে উত্তরদাতা/বিবাদীদের পক্ষে একটি বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছিলেন। বিবাদীরা ১৯৮৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর শশীভূষণ বার এবং আরও দু' জনের দ্বারা সম্পাদিত একটি বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে উপরোক্ত প্লট নং ৩২৩-এ ৭ '৪ দশমিক কিনেছিলেন। গোবিন্দ মালের বৈধ উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সম্পাদিত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বাদী/বিবাদী মামলা প্লটে ৫ 'দশমিক ক্রয় করেন। বিবাদী/বিবাদী ১৯শে সেপ্টেম্বর, তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে মামলা প্লটে ৭' ৪ দশমিক ক্রয় করেন ১৯৮৯ এ মহাদেব এবং সহদেব থেকে।

৯, এই ধরনের লেনদেনের মাধ্যমে, বিবাদী/উত্তরদাতা মামলা প্লট নং ৩২৩-এ ২৭ দশমিক জমির উপর অধিকার, মালিকানা এবং সুদ অর্জন করেন। এই ধরনের জমির মধ্যে, বিবাদী এবং বাদী নং ৩,৪ এবং ৫-এর মধ্যে একটি বিনিময় দলিল কার্যকর করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে বাদীরা মামলা প্লটে ১-৫/১৬ দশমিক পেয়েছিলেন। বিবাদীও উপরের ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে ৮-১১/১৬ দশমিক বিক্রি করে দেন। তদনুসারে, বিবাদী খাতিয়ান নং ২১৮-এর অধীনে মামলা প্লট নং ৩২৩-এ ১৭ দশমিকের মালিকানায় থেকে যান এবং তাতে বসবাস করে এবং তার একটি অংশে ফসল চাষ করে তা দখল করেন। বাদী/উত্তরদাতার নাম যথাযথভাবে এল. আর খাতিয়ান নং ১৬২৬-এর অধীনে স্যুট প্লট নং ৩২৩-এ উল্লিখিত ১৭ দশমিকের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

১০. বিবাদী/উত্তরদাতা আরও বলেন যে প্লট নং ৩৩২৩/৩৪৯৪-এর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। বাদী/আপিলকারীরা, নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিত হয়ে, প্লট নং ৩২৩/৩৪৯৪-এর অধীনে নথিভুক্ত মামলার প্লটে ৫ দশমিক পেতে সক্ষম হন যা ভুল। এটি

আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিবাদীদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি বা তারা এই ধরনের কার্যধারার কোনও নোটিশ পায়নি। বাদীরা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং জেলেদের জন্য বাড়ির জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৫-এর বিধানের অধীনে মামলা প্লটের কোনও অংশ দাবি করতে পারবেন না। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে পতিত পবন হাজরা প্লট নং ৩২৫-এ সম্পত্তির মালিক ছিলেন যা শেষ পর্যন্ত বাদীদের উপর হস্তান্তরিত হয়েছিল এবং এটি যথাযথভাবে আরএসআরওআর-এ রেকর্ড করা হয়েছিল।

১১. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে, বিদ্বান বিচার আদালত মামলাটির বিচারের জন্য আটটি বিষয় তৈরি করেছে, অর্থাৎঃ

১. মামলাটি কি তার বর্তমান রূপ এবং প্রার্থনায় রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য?

২. মামলাটি কি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ?

৩. পক্ষগুলির ত্রুটির জন্য মামলাটি কি খারাপ?

৪. মামলাটি কি নির্দিষ্ট ত্রাণ ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ আইন?

৫. বাদীদের কি মামলা সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার, শিরোনাম, সুদ এবং দখল আছে?

৬. বাদীরা কি মামলা সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন?

৭. বাদীরা কি অনুরোধ অনুযায়ীফরমান পাওয়ার অধিকারী?

৮. অন্য কোন ত্রাণ বা ত্রাণগুলি, যদি থাকে, বাদীরা পাওয়ার অধিকারী।

১২. মামলার বিচারের পরে এবং পক্ষগুলির পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণ বিবেচনা করে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে মামলা জমিটি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং জেলেদের জন্য বাড়ির জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৫-এর বিধানের অধীনে অধিগ্রহণ করা সম্পত্তি এবং এই ধরনের অধিগ্রহণের পরে, বাদী পূর্বসূরীর স্বার্থে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। তদনুসারে, ১৩ই মে, ২০০৩ তারিখের একটি রায় দ্বারা মামলাটি ১৯৯৯ সালের শিরোনাম মামলা নং ১৫৭ বাদী/আবেদনকারীদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল।

১৩. বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বিবাদী/প্রতিবাদী একটি আপীল দায়ের করেন। এই ধরনের আপিলে প্রদত্ত রায় ও ফরমান দ্বারা

২০০৩ সালের ৩৪ নং শিরোনাম আপিল অর্থাৎ এখানে বিতর্কিত রায় ও ফরমান হওয়ায়, প্রথম আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় ওফরমান বাতিল করে আপিলের অনুমতি দেয়। বিতর্কিত রায়ে বলা হয়েছিল যে বাদী/আপিলকারীরা ১৯৭৫ সালের উক্ত আইনের বিধান অনুসারে অধিগ্রহণ এবং তাদের পূর্বসূরীর পক্ষে এর নিষ্পত্তির ভিত্তিতে মামলা সম্পত্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৪. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল যে মামলা সম্পত্তিগুলি ১৯৭৫ সালের উক্ত আইনের বিধানগুলির অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দখলদার হিসাবে তাদের পূর্বসূরীর সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। জমির এই ধরনের হস্তান্তরকে কখনই চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। সেই অনুযায়ী জমিটি দখলদারের নামে আরএসআরওআর-এ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই ধরনের রেকর্ডিং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। বিবাদী/উত্তরদাতা কখনই অধিকারের রেকর্ড সংশোধনের জন্য অগ্রসর হননি।

১৫. এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিবাদী /উত্তরদাতাদের ক্রেতারা 'সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল

ন্যস্তকরণ প্রক্রিয়া এবং এইভাবে, উত্তরদাতারা মামলা সম্পত্তির উপর আপিলকারী/বাদীর মালিকানা ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি তুলতে পারবেন না।

১৬. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী আরও বলেন যে, বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালের উক্ত আইনের ৪ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিতর্কিত জমি এবং পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শ্রমিক, কারিগর ও মৎস্যজীবীদের জন্য জমি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৭৬-এর বিধি ৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে মালিকানা প্রদানের যথাযথ নথি জারি করা বাধ্যতামূলক ছিল না। বিধি ৮-এর অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক নথি জারি না করা, ১৯৭৫ সালের উক্ত আইনের পরিকল্পনাকে কলুষিত করবে না। এই ধরনের বিষয়টিও উত্তরদাতা/বিবাদী কখনও তাদের লিখিত বিবৃতিতে বা আপিল স্মারকলিপিতে বা এমনকি প্রথম আপিল আদালতের আগে শুনানির সময়ও উত্থাপন করেননি।

১৭. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিবাদী/উত্তরদাতা কখনই ন্যস্তকরণকে চ্যালেঞ্জ করেননি বা মালিকানা ঘোষণা এবং এর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোনও মামলা বা কার্যধারা দায়ের করেননি।

১৮. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিতআইনজীবী আরও যুক্তি দেখান যে, প্রথম আপিল আদালত তাঁর শিরোনামের সমর্থনে আপিলকারী/বাদীর পক্ষে উপস্থাপিত নথির সাক্ষ্য বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না, অর্থাৎ ৪ক প্রদর্শন করুন, ৪খ প্রদর্শন করুন এবং ৪ প্রদর্শন করুন।

১৯. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী আরও বলেন যে, ১৯৭৫ সালের উক্ত আইনের ৪ নং ধারার বিধানগুলি অর্পিত জমির উপর দখলকারীর দখলকে অনুমান করে, তাই নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৩৪-এর বিধানগুলি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে প্রয়োগের কোনও পদ্ধতি নেই।

২০. আপিলকারীদের পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী **২০০৪ (১) কলকাতা আইন জার্নাল ৮১ (শ্রী নরেন্দ্র নাথ রায় ওরফে নরেন্দ্র কুমার রায় ওরফে নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**)-এ রিপোর্ট করা মামলার উপর নির্ভর করেছিলেন এই প্রস্তাবের সমর্থনে যে বিবাদী/বিবাদীরা ট্রাইবুনেলে যেতে পারতেন, যদি তারা উক্ত আইনের বিধান অনুসারে মামলা সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং ১৯৭৫ সালের উল্লিখিত আইনের বিধানের অধীনে মামলা সম্পত্তির ন্যস্ত করা।

২১. অন্যদিকে, উত্তরদাতা/বিবাদীর পক্ষে বিদ্বানআইনজীবী বলেন যে, যে মামলাটি তৈরি করা হয়েছে তা এতদূর পর্যন্ত রক্ষণযোগ্য নয় যে বাদী দখলের পুনরুদ্ধারের আবেদন করেননি। উপরোক্ত কারণে, মামলাটি নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৩৪ ধারার বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

২২. উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান উকিলের পক্ষ থেকেও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে,প্রদর্শনী 'খ' তাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে, মামলা সম্পত্তির হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ১৯৭৫ সালের উক্ত আইনের বিধানের অধীনে এই ধরনের জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে এটি নীরব।

২৩. এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বিবেচনা করে, আপিলটি এখানে জড়িত আইনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, অর্থাৎঃ-

(ক) নীচের আপিল আদালত ৪ক প্রদর্শনের পরিধি সম্পূর্ণরূপে ভুলভাবে পড়ে এবং ৪খ প্রদর্শন করে বিদ্বান বিচারপতির দ্বারা গৃহীত রায় ও ফরমান উল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের যথেষ্ট ত্রুটি করেছে কিনা?

(খ) পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শ্রমিক, কারিগর ও মৎস্যজীবীদের জন্য জমি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৭৬-এর বিধি ৮ বাধ্যতামূলক কি না, তা সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আপিল আদালত আইনের যথেষ্ট ত্রুটি করেছে কি না।

২৪. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বাদী দাবি করেছেন যে তিনি তাঁর পূর্বসূরি পতিত পবন হাজরার মাধ্যমে মামলার জমিতে অধিকার ও মালিকানা অর্জন করেছেন, যিনি ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে নিষ্পত্তির ভিত্তিতে একই অধিকার পেয়েছিলেন। আবেদনকারী মামলা জমির উপর তাঁর অধিকার এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য ৪এ প্রদর্শন করেছিলেন এবং ৪বি প্রদর্শন করেছিলেন। বিদ্বান বিচার আদালত বাদীদের পক্ষে উপস্থাপিত নথির ভিত্তিতে মামলা সম্পত্তির উপর তাদের মালিকানা নিশ্চিত করে বাদীদের মামলাটি আরও সুনির্দিষ্টভাবে ৪এ ১. অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে ১৯৮২ সালের ১ নং কার্যধারায় আদেশ শিটের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রদর্শন করে এবং প্রদর্শনী ৪খ অর্থাৎ ৪খ প্রদর্শন করে। এলআর আর-ও আর প্রত্যয়িত অনুলিপি। এছাড়াও, আপিলকারী/বাদীরা উত্তরদাতাদের উপর জারি করা নোটিশ বা তাদের উপরও নির্ভর করেছিলেন।

এই ধরনের কার্যধারায় পূর্বসূরীরা (৪টি প্রদর্শন) এবং আর. এস. আর. ও. আর-এর প্রত্যয়িত অনুলিপি। বিদ্বান বিচারিক আদালত এই ধরনের নথির উপর নির্ভর করে এবং এই ধরনের নথিগুলি বাতিল করার জন্য উত্তরদাতাদের অনুরোধকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে এই ধরনের নথিগুলি যথাযথভাবে একজন সরকারি আধিকারিক জারি করেছিলেন এবং বাতিল করা যায় না। এই ধরনের নথির ভিত্তিতে, বিদ্বান বিচারিক আদালত বলে যে বাদীদের পূর্বসূরি স্বার্থে ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত আবেদনকারী/বাদীদের উপর হস্তান্তরিত হয়েছিল এবং মামলাটি তাদের পক্ষে রায় দেয়।

২৫. বিতর্কিত রায়ে, বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত, যদিও, প্রদর্শনী ৪ এবং ৪এ-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি, তবে বলেছিল যে পূর্বোক্ত নথিটি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং মৎস্যজীবীদের জন্য বাড়ির জমি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৭৬-এর বিধি ৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে মালিকানা প্রদানের নথি থেকে বঞ্চিত এবং এইভাবে, পশ্চিমবঙ্গ অধিগ্রহণের অধীনে উক্ত পতিত পবন হাজরার কাছে হস্তান্তরিত মামলা জমির কোনও মালিকানা নেই

কৃষি শ্রমিক, কারিগর ও মৎস্যজীবীদের জন্য জমি আইন, ১৯৭৫ যা আপিলকারীদের উপর হস্তান্তরিত হতে পারে। ফলস্বরূপ, বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত, বিতর্কিত রায় এবংফরমান দ্বারা বিদ্বান বিচারিক আদালতের রায় এবংফরমান বাতিল করে দেয়।

২৬. যতদূর ৪এ প্রদর্শনী এবং ৪বি প্রদর্শনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত, দুটি নথি অবশ্যই ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৭৪ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত 'পাবলিক তথ্য' বিভাগে পড়ে, যার একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি আইনত ৭৬ ধারার অধীনে জারি করা যেতে পারে এবং উক্ত আইনের ৭৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হতে পারে। প্রদর্শনী ৪ক এবং ৪খ প্রদর্শনের গ্রহণযোগ্যতায় কোনও ভুল নেই।

২৭. জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, বিতর্কিত রায়ে বলা হয়েছে যে, যেহেতু ১৯৭৬ সালের বিধি ৮ এর নিয়ম অনুসারে, দখলদারের পক্ষে মালিকানা হস্তান্তরের দলিল জারি করা হয়নি, তাই ১৯৭৫ সালের আইনের ধারা ৪ এর বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে এই ধরণের জমির মালিকানা দখলদারের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত ৪ক কে মালিকানার বৈধ দলিল হিসেবে গণ্য করেননি।

২৮. তাৎক্ষণিক আপিল নির্ধারণের জন্য প্রণীত আইনের বিষয়গুলির বিচার করার জন্য, ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ নং ধারা এবং ১৯৭৬ সালের বিধির ৮ নং বিধির বিধানগুলি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে, যা উল্লেখ করে,যে,

১৯৭৫ সালের আইনের ৪ নং ধারা

৪. যেক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন কোনও জমি দখলকারীর দখলে থাকে, সেই ক্ষেত্রে-

(ক) যদি তার দখলে থাকা জমি. ০৩৩৪ হেক্টরের বেশি না হয়, এবং

(খ) যদি তার দখলে থাকা জমি. ০৩৩৪ হেক্টরের বেশি হয়, তা হলে এমন জমির যতটা. ০৩৩৪ হেক্টরের বেশি না হয়,

ততটা রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে এবং তারপর সেই জমি রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হবে এই ধরনের দখলদারের পক্ষে পুরোপুরি ন্যস্ত করুন।

২৯. ১৯৭৫ সালের আইনের ৪র্থ ধারার পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন নির্দিষ্ট দিনে যদি দখলকারীকে জমি দখল করতে দেখা যায়, তা হলে সর্বোচ্চ. ০৩৩৪ হেক্টর সাপেক্ষে নির্দিষ্ট এলাকা রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, রাজ্য কর্তৃক এই ধরনের অধিগ্রহণের পরে, তা হস্তান্তরিত হবে এবং সম্পূর্ণরূপে দখলকারীর পক্ষে ন্যস্ত থাকবে।

৩০. পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং মৎস্যজীবীদের জন্য জমি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৭৬-এর বিধি ৮-এ বলা হয়েছে, "

> ৮. কালেক্টরের স্বত্ব প্রদান করলে, ধারা ৪-এর অধীনে যে জমি দখলদারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, সেই জমির স্বত্ব নীচে সংযুক্ত ফর্মে সেই দখলদারের পক্ষে একটি নথির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবেঃ-

৩১. দুটি বিধানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বোঝার জন্য, ১৯৭৫ সালের আইনের ধারা ৪ এর বিধানগুলির একটি অলঙ্কৃত পাঠ পর্যাপ্তভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আইনের ধারা ২ (চ) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত একজন দখলদার যে মুহূর্তে

আইনটি উল্লিখিত আইনের ধারা ২ (ঙ)-এর অর্থের মধ্যে কোনও জমির দখলে পাওয়া যায়, নির্দিষ্ট তারিখে, এই ধরনের জমির নির্দিষ্ট এলাকা রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে এবং একই সময়ে এই ধরনের জমি পুরোপুরি দখলদারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এই ধরনের অধিগ্রহণ বা ন্যস্তকরণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে। ধারা ৪-এর বিধানে, এই ধরনের অধিগ্রহণ বা ন্যস্তকরণ কার্যকর করার জন্য রাজ্য বা দখলদারের পক্ষ থেকে কোনও নির্দিষ্ট কাজ করার প্রয়োজন বা বিধান নেই।

৩২. একই সঙ্গে ১৯৭৬ সালের বিধিমালার ৮ নম্বর বিধিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো কার্যকর করা হয়েছে **"সংগ্রাহক সেই জমির শিরোনাম নিশ্চিত করবেন যা দখলকারীর উপর ন্যস্ত হয়েছে ধারা 4 এর অধীনে ....." এই বিষয়ে একটি দলিলের মাধ্যমে কালেক্টর কর্তৃক শিরোনামের নিশ্চিতকরণের কথা চিন্তা করে, এমন একটি জমি যা ইতিমধ্যে দখলকারীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত বিধানটি পর্যাপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার মাধ্যমে জমির শিরোনাম ইতিমধ্যেই দখলদারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তার অধীনে ন্যস্ত একটি জমি উপর একটি দখলকারীর**

১৯৭৫ সালের আইনের বিধানগুলি দখলদারের মালিকানা নিশ্চিত করে এমন কোনও নথি জারি না করার জন্য দোষারোপ করা যায় না। নিয়ম ৮-এ ব্যবহৃত ভাষাটি বেশ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই জাতীয় নিয়মের অধীনে বিবেচিত কালেক্টর দ্বারা মালিকানা নিশ্চিতকরণের নথি আইনের ৪ ধারার অধীনে দখলদারের কাছে ইতিমধ্যে ন্যস্ত করা হয়েছে এমন কোনও সম্পত্তিতে মালিকানা প্রদানের জন্য অনিবার্য নয়।

৩৩. উপরন্তু, প্রদর্শনী ৪ক দেখায় যে ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে আবেদনকারী/বাদীদের নির্দেশে একটি কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল। উত্তরদাতা/বিবাদীরা একটি মামলা করেছেন যে কার্যধারায় তাদের কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। তবে, প্রদর্শনী ৪ক -এর উদ্দেশ্য থেকে, ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে কার্যধারায় ১৯৮৩ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখের আদেশ থেকে এটি স্পষ্ট যে কার্যধারার নোটিশ যথাযথভাবে উত্তরদাতাদের উপর জারি করা হয়েছিল। এছাড়াও, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৮৩ তারিখের আদেশটি প্রতিষ্ঠিত করে যে কার্যধারার শুনানি উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে কার্যকর হয়েছিল এবং মামলায় ০.০৫ একর জমি রেকর্ড করা হয়েছিল।

কার্যধারায় আবেদনকারীর পক্ষে প্লট অর্থাৎ অধিকারের রেকর্ডে দখলকারী পতিত পবন হাজরা, উভয় পক্ষের দ্বারা দায়ের করা একটি যৌথ আবেদনের পরে পক্ষগুলির পারস্পরিক সম্মতির পরে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৩৪. তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ নং ধারার প্রয়োগ ছাড়াও, উত্তরদাতা/বিবাদীদের আপিলকারী/বাদীদের পূর্বসূরি এবং পরিবর্তে আপিলকারী/বাদীদের উপাধি অস্বীকার করা থেকে বিরত রাখা হয়।

৩৫. পরিত্যাগের দলিল/'নাদাবি' (প্রদর্শনী খ) উত্তরদাতাদের জন্য কোনও সহায়ক নয়। ১৯৭৫ সালের আইনের ১২ ধারার বিধান অনুসারে, কোনও দখলদারকে আইনের ৪ ধারার অধীনে তার উপর ন্যস্ত জমি থেকে উচ্ছেদ বা বিতাড়িত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেওয়া হয়, এই ধরনের উচ্ছেদ বা দখলদারিত্বের জন্য কোনও আদালতের কোনও রায়,ফরমান বা আদেশ সত্ত্বেও। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে তার উপর ন্যস্ত কোনও জমির দখলকারীকে, উল্লিখিত আইনের ১০ ধারার বিধান অনুসারে, নির্ধারিত এর পক্ষে একটি সাধারণ বন্ধক দ্বারা হস্তান্তর করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়

ব্যাঙ্ক, সমবায় জমি বন্ধক ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন কোনও কর্পোরেশন এবং তাও এই ধরনের জমির উন্নয়নের জন্য। অতএব, আইনের ধারা ৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে মামলা জমির উপর আপিলকারী/বাদীদের পূর্বসূরীর মালিকানা নষ্ট করার জন্য 'খ' প্রদর্শিত হতে পারে না। এছাড়াও, ১৯৭৫ সালের আইনের ১১ ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, একজন ব্যক্তি, যিনি আইনের ৪ ধারার অধীনে এই ধরনের দখলকারীর হাতে ন্যস্ত জমি থেকে বেআইনিভাবে দখলদারকে উচ্ছেদ করেন, তিনি ফৌজদারি দায়বদ্ধতার জন্যও দায়বদ্ধ।

৩৬**. শ্রী নরেন্দ্র নাথ রায়ের (উপরে**) ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুপাতের তাৎক্ষণিক আপিলের তথ্য ও পরিস্থিতিতে কোনও প্রয়োগযোগ্যতা নেই।

৩৭. অতএব, এখানে পূর্বে করা আলোচনার আলোকে, আমি এই মত পোষণ করি যে, বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত ১৯৭৫ সালের আইনের ৪ ধারার পাশাপাশি ১৯৭৬ সালের বিধির ৮ নং বিধির পরিধি সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝে ৪এ প্রদর্শনের প্রভাব বাতিল করে ৪খ প্রদর্শন করে এবং এর ফলে বিদ্বান বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত রায় ওফরমান পাল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভুল করে।

১৯৯৯ সালের টি. এস. নং ১৫৭-এ আদালত। ২১শে মার্চ, ২০০৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রণীত আইনের বিষয়গুলি সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩৮. ফলস্বরূপ, ২০০৩ সালের ৩৪ নং শিরোনাম আপিলে তমলুকের বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (বরিষ্ঠ ডিভিশন) কর্তৃক গৃহীত ২৮শে আগস্ট, ২০০৬ তারিখের বিতর্কিত রায় ও ফরমান বাতিল করা হয়েছে।

৩৯. তদনুসারে, ২০১৮ সালের এস এ. ৯৫৫ হিসাবে তাৎক্ষণিক আপিলটি খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই অনুমোদিত। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় এবং ফরমান পুনরুদ্ধার করা হবে। সংযুক্ত আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

৪০. এল.সি.আর.-কে রায়ের একটি কপিসহ যথাসম্ভব দ্রুত যথাযথ আদালতে পাঠাতে হবে।

৪১. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

[বিচারপতি মো শাব্বার রাশিদি]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal